হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ এর কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

নং০৪/১১০৫২০০৮

০৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪২৯ হিজরী
১১ মে, ২০০৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকবৃন্দ

সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য প্রতিহত করতে হলে সিপাহী-জনতার ঐক্য গড়ে তুলতে হবে

দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবিগণ বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিইসলামিকরণের ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশ কখনো সংকট মুক্ত ছিল না। এখন তা আরো ঘনীভূত হয়েছে। এই মহুর্তের বড় সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিসহ সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ। সভ্যতার সংঘাতের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌'র বিরুদ্ধে পরিচালিত সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের টার্গেটে পরিণত হয়ে গেছে বাংলাদেশ। বিদেশীরা নিজেদের অনুগত অনির্বাচিত সরকারকে দিয়ে তাদের সকল স্বার্থ হাসিল করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী সকল বিদেশী শক্তির যে কোন আগ্রাসন প্রতিহত করতে হলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সিপাহী-জনতার ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

আজ ১১ মে, ২০০৮, রবিবার, সকাল ১০.৩০ মিনিটে রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সেমিনার রুমে (২য় তলা) হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে "বর্তমান রাজনৈতিক সংকট: অনিশ্চয়তার পথে বাংলাদেশ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকবৃন্দ উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। যুগ্ম সমন্বয়কারী কাজী মোরশেদুল হক-এর পরিচালনায় উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এ. এস. এম. হান্নান শাহ (সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য এবং উপদেষ্টা, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া), শফিউল আলম প্রধান (সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি), মোবায়েদুর রহমান (সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব), মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান (সাবেক সংসদ সদস্য ও আহ্বায়ক, খালেদা জিয়া মুক্তি পরিষদ), বিশিষ্ট সাংবাদিক আমানুল্লাহ কবির (সাবেক বাসস প্রধান ও সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ), মুক্তিযোদ্ধা সাদেক খান (বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট), মেহেদী হাসান পলাশ (সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব),মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খান (মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন), কাজী আবুল খায়ের (মহাসচিব, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ),অধ্যাপক এ.টি.এম হেমায়েত উদ্দীন (যুগ্ম মহাসচিব, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন) এবং অধ্যাপক মোস্তফা তারিকুল হাসান (সেক্রেটারী, ঢাকা মহানগর ইসলামী ঐক্য আন্দোলন)। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর সিনিয়র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম মাওলা, গণসংযোগ সচিব মাওলানা মামূনুর রশীদ, মিডিয়া ও প্রচার সচিব মুস্তাফা মিনহাজসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

মূল প্রবন্ধে মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, "১/১১ এরপর বিরাজনীতিকরণ (Depoliticization) ও বিইসলামিকরণ (Deislamization) সরকারের মূল এজেন্ডা হয়ে দাড়িয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস ও দেশকে ইসলামশূন্য করার জন্য ঘটানো হয়েছে ১/১১। ১/১১ এর আগে ও পরে বাংলাদেশেকে ঘিরে বিদেশীদের ব্যাপক কর্মতৎপরতা সবারই নিশ্চয় মনে আছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তখন আমরা শুধু বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের রাজনৈতিক দলসমূহ ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক এবং বিদেশী সরকারের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। বিশেষ করে ১/১১ এর কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বিউটেনিস-আনোয়ার চৌধুরীদের বৈঠক হয়। তার পরপরই জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশকে একটি রহস্যজনক চিঠি দিয়েছিল। আজকে শংকার সাথে বলতে হচ্ছে যে ১/১১ এর আগে আমরা যেভাবে বিদেশীদেরকে তৎপর থাকতে দেখেছি, ঠিক সেভাবে এখন বিদেশীরা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে তৎপর হয়ে উঠেছে। দেশবাসীর জন্য চরম হতাশাজনক ঘটনা হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন কর্মকর্তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ফখরুদ্দীন আহমদ প্রতিটি মূহুর্তে মার্কিন-বৃটিশ ও ভারতের দাসত্ব করে যাচ্ছে। এদেশের মানুষ যেমন অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন তেমনি তারা ইসলামকে ভালোবাসে। সুতরাং বর্তমান সরকার

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা) ৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Info@khilafat.org
www.khilafat.org
www.khilafah.com

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ এর কার্যালয়

<u>বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম</u>

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সুরা- আন নূরঃ ৫৫]

যতই বিরাজনীতিকরণ ও বিইসলামিকরণের চেষ্টা করুক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই রাজনীতিবিদ হিসেবে আমাদের পথ নির্ধারণ করা কোন কঠিন বিষয় নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আজকে আমরা নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করছি: ১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ মেনে নেয়া হবে না। ২. তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও সামরিক শাসন প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ৩. কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে দেশ শাসন করতে হবে।"

ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) হান্নান শাহ্‌ বলেন, "বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশকে রাজনীতি শূন্য করে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এখন নির্বাচনের মরিচিকা দেখানো হচ্ছে। সমঝোতার পথ শেষ হয়ে গেলে রাজপথ ছাড়া গতি থাকবে না।" তিনি বলেন, "আমি আশা করি হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ সকল সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ধর্মমত নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখবে এবং নিজেদের রাজনীতিকেও স্বচ্ছ রাখবে।" ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) হান্নান শাহ্‌ কুরআন বিরোধী নারী নীতির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "আমরা কুরআন-সুন্নাহ্‌ বিরোধী কোন আইন হতে দিব না। বিদেশী অপশক্তিগুলো বর্তমান অনির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে দেশ বিরোধী সকল চুক্তি আদায় করে নিচ্ছে। এ সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ব্যর্থ।" তিনি বর্তমান সরকারকে খামকা সুশীল সমাজের কথা না শুনে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে পথ চলার পরামর্শ দেন।

দৈনিক ইনকিলাবের সহযোগী সম্পাদক মোবায়েদুর রহমান বলেন, "১/১১ এর আগে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়নি, বরং পরিকল্পিতভাবে ট্রেনকে দূর্ঘটনায় ফেলা হয়েছিল। রাজ প্রাসাদে সিঁধেল চোর ঢুকেছে, কিন্তু বেরোবার পথ খুজে পাচ্ছে না।" তিনি বলেন, সমাধানের জন্য রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে ক্রিয়াশীল হতে হবে।"

বিশিষ্ট সংবাদিক আমানুল্লাহ কবির বলেন, "বর্তমান অনির্বাচিত সরকার দেশকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, যেখান থেকে নির্বাচিত সরকারও ফিরে আসতে পারবে না। সভ্যতার সংঘাত সৃষ্টি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ শুরু করেছে। যার প্রধান টার্গেট হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব। আমাদেরকে মার্কিন- ভারত বলয় থেকে বাঁচতে হলে চীনের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে হবে।"

মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান বলেন, "বিদেশীদের কাছে যারা নিজেদেরকে বিকিয়ে দেয় তারা জাতীয় নেতা হওয়ার যোগ্য নয়।" তিনি বলেন, "কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে দেশ শাসন করার প্রস্তাবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এর আগে কুরআন-সুন্নাহ্‌র সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হবে।" তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, "কোরেশী, হাফিজরা কি সৎ রাজনীতিবিদ? যদি তারাই সৎ রাজনীতিবিদ হয়, তাহলে আমি তাদের মত সৎ রাজনীতিবিদ হতে চাই না। ডিসেম্বরের পর এই দেশের জনগণ একটি দিনের জন্যও এ সরকারকে মেনে নেবে না।"

শফিউল আলম প্রধান বলেন, "বাংলাদেশকে নিশ্চিতভাবে একটি গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিদেশী কূটনীতিকরাই বর্তমান সংকটের জন্য দায়ী।"

মুক্তিযোদ্ধা সাদেক খান বলেন, "বাংলার ইতিহাসে সিপাহী জনতা ও সম্মিলিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবহিকতা রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সভ্যতার লড়াইয়ে ইসলামকে প্রধান শত্রু হিসেবে টার্গেট করেছে। এই জন্যই ইসলাম পূনরায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ এটি প্রতিরোধ যুদ্ধ। আর সব প্রতিরোধ যুদ্ধই হয়ে থাকে সৎ মানুষের সৎ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমাদেরকে জিততে হবে।" তিনি বলেন, "সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী সকল বিদেশী শক্তির যে কোন আগ্রাসন প্রতিহত করতে হলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সিপাহী-জনতার ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।"

মাওলানা জাফরুল্লাহ খান বলেন, "স্বাধীনতার পর সোনার বাংলা, নতুন বাংলা, সবুজ বাংলা, রাষ্ট্রপতির শাসন,সংসদীয় পদ্ধতি ও নারীর শাসনসহ বহু কিছু দিয়েও আমরা দুর্নীতি মুক্ত হতে পারিনি। একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই আমাদের সকল দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে।"

প্রেরণকারী

Mohiuddin Ahmed

Mohiuddin Ahmed
Chief Coordinator & Spokesperson
Hizb ut-Tahrir Bangladesh

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Info@khilafat.org
www.khilafat.org
www.khilafah.com